24
আজকের কাগজ
তারিখ 8 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নিরক্ষরতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষকতা

ডঃ মালিহা খাতুন

শিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ আত্মবিকাশের সুযোগ পায় না মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে তাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। আত্মবিকাশের সুযোগ তো পরের কথা, সাক্ষর করার মত শিক্ষাই বা আমরা কতজন পাচ্ছি? বিদ্যালাভ মানুষের জন্মগত অধিকার, সবাই জানে মানুষের হিতাহিত, বিবেচনা শক্তি, ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য, অকর্তব্য নির্ধারণ শক্তি বিদ্যাশিক্ষায় বৃদ্ধি পায়। বিদ্যাবলে মানুষ আপনার ও পরের, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের সমূহ কল্যাণ সাধন করতে পারে। একমাত্র সুশিক্ষার মাধ্যমেই, মানসিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ লাভ করা যায়। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এসব জানা সত্ত্বে আমরা কেন অজ্ঞানের অন্ধকারে? সেই কবে দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, "Educated men are as much superior to the uneducated as the living to the dead." পবিত্র হাদিসের বাণী তো প্রণিধানযোগ্য "বিদ্বান ব্যক্তি নবীত্বের অধিকারী" "শৈশবের দোলনা হইতে আরম্ভ করিয়া কবরে না যাওয়া পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর এবং প্রয়োজনবোধে চীনে যাও।"

"জ্ঞানহীনেরা অনতিবিলম্বে জ্ঞানান্বেষণ করিবে, বিদ্বানগণ তাহা যোগাইবেন।"

নবীর উপর ভার পড়েছিল কিছু মানবগোষ্ঠীর শিক্ষার। এইভাবে কালে কালে শিক্ষার ভার কোন গোষ্ঠী বিশেষ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত হয়। তারাই হন শিক্ষক যে শিক্ষা জাতি গঠন করে তার প্রধান ধারক-বাহক হচ্ছে শিক্ষক। দেশের নিরক্ষরতা দূর করে সেখানে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো, অন্ধের চোখে আলো দেয়া, মূক-মুখে ভাষা দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষক হবেন অগ্রণী। গ্রামে গ্রামে এই বিরাট শিক্ষিত বাহিনী ছড়িয়ে আছে। সেখানে তাঁরাই শিক্ষা ও সভ্যতার মশাল হাতে শত দুঃখ-দুর্দশার স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে মিশনারীর মত কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। শিক্ষকরা শুধু ছেলেদের শিক্ষক নন, তাঁরা অভিভাবকদেরও শিক্ষক, তাঁদের বন্ধু ও উপদেষ্টা। সুখে-দুঃখে তাঁরা শিক্ষকদিগকে কাছে ডাকেন, আলাপ করেন, ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নিজের সম্পর্কে, উপদেশ চান, পরামর্শ চান প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করেন। শিক্ষকদের উপর তাদের গভীর আস্থা বিদ্যমান। সময় সময় গ্রাম্য বিরোধের সালিশ মীমাংসার ভারও পড়ে শিক্ষকদের উপর। এভাবে নানাদিক হতে সমগ্র গ্রাম্য জনসাধারণের সাথে তাদের নাড়ীর যোগ প্রতিষ্ঠা হয়। তাই সার্বজনীন শিক্ষা তথা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে কোন অভিযানে এঁদের দায়িত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। অক্ষর জ্ঞান প্রদান ছাড়াও শিক্ষকেরা জনসাধারণকে কৃষির ও কৃষকের উন্নতিতে সমবায়ের ভূমিকা, সামাজিক শ্রম দ্বারা খাল কাটা-রাস্তা বাঁধা, স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ব্যাপারেও বাস্তব ও গঠনমূলক শিক্ষা দিতে পারেন।

নিরক্ষরতা একটি ব্যাপক সামাজিকব্যাধি। নিরক্ষরতা দূরীভূত করার জন্য যে প্রচেষ্টাই নেয়া হউক না কেন তাতে ব্যাপক জনসমর্থন থাকা চাই। জনসমর্থনহীন কোন পরিকল্পনাতেই জনগণ উৎসাহের সাথে কাজ করার প্রেরণা পায় না? তাই যে সরকার এ ধরনের একটি বৈপ্লবিক কাজে হাত দেবে তাকে সকল জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে। এক কথায় গণতান্ত্রিক সরকারই গণশিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন। কারণ, যেহেতু গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই নির্বাচিত সরকার, সেহেতু জনগণও সে সকল নেতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের কথা আস্থার সাথে গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

গণতন্ত্রের অন্য একটা সুবিধাও আছে সেখানে দেশব্যাপী সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলই সরকার পরিচালনা করে। কাজেই এ ধরনের সরকার যদি একটা কাজে হাত দেয় স্বভাবতই সেখানে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও একদল নিঃস্বার্থ কর্মীও তাদের দলীয় সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন এ ধরনের একটি কাজ জনগণেরই কর্মসূচী হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে কোন বৃহৎ কাজ হয় না। জনসাধারণের প্রয়োজন হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য শহরের ও গ্রামের দেশপ্রেমিক শিক্ষিত লোক উদ্যোগ ও উদ্যমের সাথে এগিয়ে আসেন তবেই নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন হতে পারে।

আমাদের দেশের নারী সমাজ পর্দানশীন বিশেষ করে গ্রামের নারীরা। অথচ নারী মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ। তাঁদের উপেক্ষা করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে কোন অভিযানই সফলতা লাভ করতে পারে না। গ্রামে নারী শিক্ষিকা এখন পাওয়া দুষ্কর নয়। যেসব গ্রামে নারী শিক্ষিকা বিরল, সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের মুখ্য দায়িত্ব থাকবে, স্কুলের কিশোর-কিশোরী ছাত্রছাত্রীদের উপর। তাদের পরিচালনা ও সংগঠনের ভার থাকবে শিক্ষকদের উপরই। তাদের উপযুক্ত পরিচালনা কিশোর-কিশোরীরা এ ক্ষেত্রে চমৎকার অগ্রগতি বলেই আমি বিশ্বাস রাখি। গ্রামে প্রাপ্ত শিক্ষিতা নারীদের লাভজনকভাবে নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অভিযানে কাজে লাগান যায়— মহিলা সমাজকর্মীদের পরিচালনায় ও সহযোগিতায়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস প্রতি জেলায়, উপজেলায় পালন করা উচিত। সেখানে উপস্থাপিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সুচিন্তিত অভিমত, অভিজ্ঞতা ও সুপারিশসমূহ আরোও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য বছরে অন্ততঃ দু'টি ফলোআপ ওয়ার্কশপ-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় সংসদে ব্যাপক আলোচনা এবং এর উপর একটি ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বনে নিরক্ষরদের শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে গ্রাম সরকার ও ইউনিয়ন সরকারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।

যদি জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠিত হয়ে থাকে, তবে সেই কাউন্সিলের কাছে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা যেতে পারে। কমিটি সাক্ষরতা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে কাউন্সিলের কাছে যথাসময়ে রিপোর্ট পেশ করবেন।

এইসব সাজেশন ছাড়া আরো কয়েকটি সুপারিশ এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি। এই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশের হার ২৩ শতাংশ থেকে অচিরেই ৭০ শতাংশে উন্নীত হবে। শ্রীলংকার মত দেশে নব্বই শতাংশ শিক্ষার হার পৌঁছে দিয়েছে আমরা পারব না কেন। আমরা সবাই মিলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ব্রতী হই অন্ততঃ প্রত্যেকে একজনকে শিক্ষাদান করব-তাহলে অচিরেই নিরক্ষরতা দূর হবে।

১। ইউনিয়ন পরিষদের সাক্ষরতা কার্যক্রমের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে এতদসংক্রান্ত ব্যয় বহনের জন্য নির্ধারিত হারে ফিস, জরিমানা ইত্যাদি ধার্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া হোক।

২। সাক্ষরতার কাজে উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদেরকে উপযুক্ত পুরস্কার, পদক, সনদ ইত্যাদির দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

৩। সাক্ষরতা কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য বাংলাদেশ জনশিক্ষা পরিচালনালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। নব্য-সাক্ষরদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ও সহজ একটি বিশেষ অঙ্গন থাকা প্রয়োজন।

৫। শিক্ষিত সমাজ যাতে করে সক্রিয়ভাবে সাক্ষরতার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তার জন্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে ট্যাক্স আরোপ করতে পারেন।

৬। সাক্ষরতা কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণা ও মূল্যায়নের জন্য একটি বয়স্ক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ছুটির সময় শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজকে স্থানীয়ভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৮। সাক্ষরতার জন্য জনমনে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

ডঃ মালিহা খাতুন : লেখিকা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।